গাংনীতে ৩০ পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক, ৬ মাসের কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৩০ পিস ইয়াবাসহ রুমন হোসেন (৩০) নামে এক যুবককে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত রুমন হোসেন গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাসেল আহাম্মেদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাইলমারী গ্রামে অভিযান চালানো হয়। এ সময় রুমন হোসেনের কাছ থেকে ৩০ পিস অবৈধ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও জানান, আটকের পর রুমন হোসেন নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

শৈলকূপায় স্ত্রীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে স্বামী গুরুতর আহত, স্ত্রী আটক

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় পারিবারিক কলহের একপর্যায়ে স্ত্রীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে স্বামী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত স্বামী মোঃ মিরাজ বিশ্বাস (৪০), উপজেলার ১৩ নং উমেদপুর ইউনিয়নের আড়ুয়াকান্দি গ্রামের আবু বকর বিশ্বাস এর ছেলে । অভিযুক্ত স্ত্রী মোছাঃ সুমাইয়া খাতুন (২৫), যশোর জেলার সদর থানার দলনগর গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ায় মিরাজ দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে সুমাইয়াকে বিয়ে করে ঘরে আনেন।

অভিযোগ রয়েছে, গত এক বছরে সুমাইয়া সংসারের কোনো কাজকর্ম করেন না এবং আগের পক্ষের সন্তানদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হতো।

আহত মিরাজ জানান, তিনি তিন দিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। গতকাল সামান্য কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তার স্ত্রীকে একটি চড় মারেন।

এরই জের ধরে গত রাত আনুমানিক ৩টার দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্বামীর গলায় ও গোপনাঙ্গে আঘাত করেন স্ত্রী।

মিরাজের চিৎকার শুনে তার বাবা-মা ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

খবর পেয়ে শৈলকূপা থানার এসআই জাহাঙ্গীর ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত সুমাইয়াকে পুলিশ হেফাজতে নেন। শৈলকূপা থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় পুলিশের ওপর হামলা করে হ্যান্ডকাফসহ পালাল আ.লীগ নেতা, আটক ৪

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন চণ্ডীপুর এলাকায় পুলিশের হেফাজত থেকে হ্যান্ডকাফসহ এক পলাতক আসামি পালিয়ে গেছেন। বুধবার রাত ৯টার দিকে চণ্ডীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামির নাম আবু ছিদ্দিক (৫৫)। তিনি কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি,

স্থানীয় ইউপি সদস্য এবং চণ্ডীপুর বাজারপাড়া গ্রামের মৃত উম্বাত আলীর ছেলে। তার বিরুদ্ধে আগে থেকেই একটি পুরোনো মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পুরোনো মামলার পলাতক আসামি আবু ছিদ্দিককে গ্রেপ্তার করতে বুধবার রাতে দর্শনা থানা পুলিশের একটি বিশেষ দল চণ্ডীপুর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে পুলিশ তাকে আটক করে হ্যান্ডকাফ পরায়। এ সময় তার স্বজন ও অনুসারীরা সংঘবদ্ধ হয়ে পুলিশের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় এবং কাজে বাধা সৃষ্টি করে। এই সুযোগে আবু ছিদ্দিক হ্যান্ডকাফসহ দৌড়ে পালিয়ে যান। স্থানীয়দের হামলায় পুলিশের দুজন সদস্য আহত হয়েছেন।

ঘটনার পর পরই আসামি আবু ছিদ্দিককে পুনরায় গ্রেপ্তার করতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুরো জেলাজুড়ে বিশেষ তল্লাশি ও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। এদিকে পুলিশের কাজে বাধা প্রদান ও হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে নারীসহ চারজনকে আটক করা হয়েছে।

আটককৃতরা হলেন—চণ্ডীপুর হালদারপাড়ার রবি হালদারের ছেলে লক্ষ্মণ, সেলিমের ছেলে ফিরোজ, সঞ্চয়ের স্ত্রী কণা এবং সনজিতের স্ত্রী সোনালী।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. নুরুল্লাহ বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা আবু ছিদ্দিককে আটক করতে গেলে তার পরিবারের সদস্য ও অনুসারীরা পুলিশের ওপর আক্রমণ চালায়। এতে আমাদের দুজন পুলিশ সদস্য আহত হন। আসামিকে পুনরায় গ্রেপ্তার করতে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) মো. মুখলেসুর রহমান জানান, পুলিশের হেফাজত থেকে আসামি পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে এবং কারা সরাসরি ইন্ধন দিয়েছে তা খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনীর ভাটপাড়া মোড়ে মোটরসাইকেলসহ আটক-২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া মোড় (কসবা) এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ে পালানোর সময় প্রান্ত ও খাজা নামে দুজনকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তাদের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা এলাকায়।

আজ বৃহস্পতিবার ( ২৪ সেপ্টেম্বর) সকালে এ ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত আসছে…

গাংনীতে ৮০ পিস ইয়াবাসহ আটক-১

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৮০ পিস ইয়াবাসহ সাকিব আল হাসান
(৩৭) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এসআরবি-১২।

রোববার দুপুরে উপজেলার তেরাইল বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আটক সাকিব আল হাসান গাংনী উপজেলার অলিনগর গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে।

এসআরবি-১২ প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানান, তেরাইল বাজার এলাকায় মাদক নিয়ে এক ব্যক্তি অবস্থান করছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় সাকিব আল হাসানকে আটক করে তার কাছ থেকে ৮০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সিপিসি-৩, এসআরবি-১২ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার হান্নান হাওলাদার জানান, উদ্ধার করা ইয়াবাসহ আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১০(ক) ধারায় মামলা করা হয়েছে। পরে তাকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এস আর বি) প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই দেশের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সব ধরণের অপরাধীকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জঙ্গী, সন্ত্রাসী, সংঘবদ্ধ অপরাধী, ছিনতাইকারী, জুয়ারি, মাদক ব্যবসায়ী, খুন, এবং অপহরণসহ বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলার আসামী গ্রেফতারে এস আর বি নিয়মিত অভিযান চালিয়ে আসছে।

মেহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় কটূক্তির অভিযোগে যুবক আটক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় কটূক্তির অভিযোগে সঞ্জয় কুমার দাস নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে শুক্রবার রাতে মেহেরপুর শহরের গড়পুকুর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক সঞ্জয় কুমার দাস মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের হিরন কুমার দাসের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে সঞ্জয় কুমার দাস তার নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ওই ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় কটূক্তি করতে দেখা যায়। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। তাকে আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘সঞ্জয় কুমার নামের এক যুবককে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় কটূক্তি করে সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করার অভিযোগে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।’

দামুড়হুদায় গাঁজাসহ যুবক আটক, ৩ মাসের কারাদণ্ড

দামুড়হুদায় ৩ গ্রাম গাঁজাসহ নাজমুল হোসেন (৩০) নামে এক যুবককে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে তাকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য আদালতে সোপর্দ করা হলে

বিজ্ঞ আদালত তাকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। শুক্রবার তাকে চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

গ্রেপ্তার নাজমুল হোসেন দামুড়হুদা পুরাতন বাজারপাড়ার মৃত আবুল হোসেনের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে ১৭ সেপ্টেম্বর রাত ১১টার দিকে এসআই মাহবুল হক বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছিলেন।

এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, দামুড়হুদা থানাধীন খানপাড়া গ্রামের বটতলা এলাকায় কুলসুমের চায়ের দোকানের সামনে রাস্তার ওপর একজন ব্যক্তি গাঁজা ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছেন। পরে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে দামুড়হুদা পুরাতন বাজারপাড়ার মৃত আবুল হোসেনের ছেলে নাজমুল হোসেনকে আটক করে।

উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তার দেহ তল্লাশি করে পরিহিত প্যান্টের সামনের ডান পকেট থেকে সাদা কাগজে মোড়ানো ৩ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে বিধি মোতাবেক জব্দ তালিকার মাধ্যমে গাঁজাটি জব্দ করে তাকে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

পরবর্তীতে আসামিকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) আদালতে উপস্থাপন করা হলে বিজ্ঞ আদালত তাকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, ‘গাঁজাসহ একজনকে গ্রেপ্তার করে গতকালই চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

নগদ ২০ হাজার প্রদান ও দেড়মাসের মধ্যে টাকা পরিশোধের শর্তে জামিন

মেহেরপুরে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণার মামলায় তানিশা ইয়াসমিন ইমা ও তার স্বামী রুবেল শেখকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে শহরের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়। পরে দুপুরে তাদের আদালতে তোলা হলে নগদ ২০ হাজার টাকা প্রদান করে এবং দেড়মাসের মধ্যে পুরো টাকা পরিশোধ করবে বলে লিখিত দিলে আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করে।

আটক রুবেল শেখ ও তার স্ত্রী তানিশা ইয়াসমিন ইমা মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

জানা গেছে, ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগে গত ১৫ এপ্রিল রেহেনা খাতুন মেহেরপুর সদর আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। মামলার নম্বর ৩৭৩/২০২৬। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালত আসামিদের আগামী ৬ জুলাই হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেন। পরবর্তীতে মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোছা. তানিয়া খাতুন আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ব্যবসার জন্য টাকার প্রয়োজন হলে আসামিরা বাদীর কাছে ঋণ চান। সরল বিশ্বাসে বাদী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ২০২৫ সালের ৯ নভেম্বর নগদ ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা দেন। আসামিরা ৯০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। পাশাপাশি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, মেহেরপুর শাখার ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকার একটি চেক প্রদান করেন।

পরবর্তীতে নির্ধারিত সময় শেষে চেকটি ব্যাংকে জমা দিলে হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় চেকটি ফেরত দেওয়া হয় বলে মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে বাদী পাওনা টাকা চাইলে আসামিরা বিভিন্ন অজুহাতে সময়ক্ষেপণ করেন এবং একপর্যায়ে টাকা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানান বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া টাকা চাইতে গেলে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

মেহেরপুরে ৩২০ পিস ট্যাপেন্টাডলসহ আটক ১

মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন দরবেশপুর এলাকায় জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও বারাদি ক্যাম্প পুলিশের যৌথ অভিযানে ৩২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মোঘল আলী (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ৮টার দিকে নতুন দরবেশপুর এলাকায় জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও বারাদি ক্যাম্প পুলিশের একটি দল নিয়মিত চেকপোস্ট বসায়। এ সময় চুয়াডাঙ্গার দিক থেকে আসা সন্দেহভাজন মোঘল আলীর দেহ তল্লাশি করে ৩২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

আটক মোঘল আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মৃত তাহাজউদ্দীনের ছেলে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা জানান, উদ্ধার করা ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। মাদকের বিরুদ্ধে

এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।